



130209 - রোযাদাররে উচতি সামান্য হলওে সহেরৌ খাওয়ার চেষ্টা করা

প্রশ্ন

পবত্রির রমযান মাসে সহেরৌ খাওয়ার ব্যাপারে অনেকে কথা শুন। মসজদিে যে হাদসিগুলো পড়া হয় সেখানে শুনিয়ে, সহেরৌতে বরকত রয়েছে। কিন্তু দরৌতে ডনিার করার কারণে অনেকে সময় আমাদরে সহেরৌ খাওয়ার রুচি থাকে না। এই বরকতটি আমাদরে ছুটে যায়। এ কারণে কি আমাদরে কোন গুনাহ হবে?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু ললিলাহ।

নঃসন্দহে সহেরৌ খাওয়া সুন্নত ও ইবাদত। কোনে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সহেরৌ খাওয়ার নর্দশে দয়িছেনে। তনি বলেন: “তোমরা সহেরৌ খাও। কারণ সহেরৌতে বরকত রয়েছে।” তনি আরও বলেন: “আমাদরে রোযা ও আহলে কতিাবদরে রোযার মধ্যে পার্থক্য হলওে সহেরৌ খাওয়া।” তনি নিজিে সহেরৌ খেতেনে। সুতরাং সহেরৌ খাওয়া সুন্নত; ওয়াজবি নয়। তাই যে ব্যক্তি সহেরৌ খায় না; তার গুনাহ হবে না। তবে সে সুন্নতকে ছেড়ে দলি।

সজেন্য সামান্য হলওে সহেরৌ খাওয়া উচতি। বেশি পরিমাণে খাওয়া আবশ্যকীয় নয়। শেষে রাতযে যা আছে সেটো দয়িহে সহেরৌ খাবনে; এমনকি কয়কেটি খজুর হলওে কতিবা যে কোন খাবার সামান্য হলওে। আর যদি কিছু না থাকে কতিবা খাবাররে রুচি না হয় তাহলে সামান্যটুকু দুধ পান করবনে কতিবা কয়কে ঢোক পানি পান করবনে। তবুও সহেরৌ খাওয়া বাদ দবনে না। যহেতে সহেরৌ খাওয়ার মধ্যে বরকত রয়েছে ও প্রভুত কল্যাণ রয়েছে। সহেরৌ খাওয়া রোযাদাররে জন্য় দিনরে বলোয় তার কাজকর্ম সম্পাদনে সহায়ক। তাই একবোরনে না খাওয়ার চয়ে সামান্য হলওে সহেরৌ খাওয়া উচতি। তনি বলেন: “তোমরা সহেরৌ খাও। কারণ সহেরৌতে বরকত রয়েছে।” এভাবেই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেনে। এই বরকত ছুটে যাওয়া উচতি নয়। বরং একজন মুসলমিরে উচতি এই বরকত লাভে আগ্রহী হওয়া; এমনকি সামান্য কিছু খাবার দয়িে হলওে কতিবা কয়কেটি খজুর দয়িে হলওে কতিবা কিছু দুধ দয়িে হলওে। এই সহেরৌ খাওয়া দিনরে বলোয় তার দুনিয়াবী ও দ্বীনিকাজকর্মরে জন্য় সহায়ক।[সমাপ্ত]

মাননীয় শাইখ আব্দুল আযযি বনি বনি (রহঃ)

ফাতাওয়া নুরুন আলাদ দারব (৩/১২২২)